দৈনিক বাংলা

তারিখ ..29/12/80... পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 4 ...

198

নিরক্ষরতা দূর করার বিপ্লব

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে সারা দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বিপ্লবের ২য় পর্যায় শুরু হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১ কোটি নিরক্ষর লোককে অক্ষর জ্ঞান দানসহ নামধাম ও সাধারণ হিসাব-নিকাশ শেখানোর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন থেকে তিন শিক্ষকের একটি স্কোয়াড গঠন করে উক্ত শিক্ষকদেরকে নিরক্ষরতা সম্পর্কে দুই দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। নিরক্ষর লোকদের মধ্যে এক কোটি বইও বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক এ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১ লাখ ১৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক কার্যরত আছেন। এদের অধিকাংশই পল্লী এলাকার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশে ৬৫ হাজার গ্রাম রয়েছে এবং এসব গ্রামেই নিরক্ষর ও অভাবগ্রস্ত লোকের সংখ্যা অধিক। কাজেই, উল্লিখিত প্রাথমিক শিক্ষকগণ যদি সরকারের ঘোষিত নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিপ্লবে মনেপ্রাণে যোগদান করেন তবে স্বল্পকালের মধ্যেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব। তবে এ ব্যাপারে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাও একান্ত অপরিহার্য। কেননা, অতীতে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি এমন নয়। তবে ওইসব উদ্যোগ সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনার অভাব ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বার্থপরতার ফলেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিপ্লবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণে কেন, শান্তিপূর্ণ বিপ্লব দেশ থেকে অনাচার অবিচার ও দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম। বলাবাহুল্য, বৃটেনের শিল্প বিপ্লবে সেদেশে শিল্পে কী না অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ১৯১৭ সনে রাশিয়া জার কবলমুক্ত হয়ে এমনিভাবে রাস্তা মাঠে-ঘাটে বিদ্যালয় খুলে স্বল্পকালের মধ্যেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে সক্ষম হয়েছিল না। বিশ্বের আরও বহু দেশ রয়েছে, সেগুলো নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে এ কালিমা থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিলো।

নিরক্ষরতা স্বাধীন জাতির পক্ষে অভিশাপস্বরূপ। এ অভিশাপ থেকে মুক্ত না পেলে দেশের কোন কর্মকান্ডই সফলামন্ডিত হতে পারে না। এছাড়া, রসূলে করীম বলেছেন, 'মূর্খলোক বেহেস্তের সুঘ্রাণ থেকে বঞ্চিত থাকিবে।'

নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্থায়ী নৈশবিদ্যালয়ের ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে নৈশবিদ্যালয়ের গুরুত্ব সর্বাধিক।

আমাদের মতে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে ৩/৪টি করে ও প্রত্যেক থানায় ১টি করে স্থায়ী সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত নৈশবিদ্যালয় চালু করা আবশ্যক। এসব বিদ্যালয়ে বেকার শিক্ষিত যুবক ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করা যেতে পারে। দেশের ইউনিয়ন পরিষদসমূহের সহযোগিতায় দেশের বিত্তবান লোকদের দেয় চাঁদায় উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী ফান্ড গঠন করা উচিত। দেশের বিভিন্ন ইউনিয়নে সহজ ভাষায় পুঁথি-পুস্তক দিয়ে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করলে তাও নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়ক হবে। শিশুদের মধ্য থেকে নিরক্ষরতা বন্ধের উদ্দেশ্যে মক্তবের শিক্ষক ও হিন্দু এলাকার টোল প্রতিষ্ঠা করে ১ম শ্রেণীর শিশুদের লেখাপড়ার ভার দেয়া যেতে পারে। কেননা, ধর্ম শিক্ষার প্রতি আগ্রহ থাকায় পল্লী এলাকার শত ভাগ ছাত্রছাত্রীই মক্তবে গিয়ে থাকে। অথচ বিদ্যালয়ে ৩০ ভাগের বেশী ছাত্রছাত্রী যায় না। দেশের প্রতিটি পল্লীতে একটি মক্তব রয়েছে এবং ওগুলো যোগ্য মওলবীর সাহায্যে যুগ যুগ ধরে চলছে।

কাজেই, দেশের সর্বস্তরের শিক্ষিত লোকজন একযোগে নিরক্ষরতার অভিযানে আত্মনিয়োগ করলে স্বল্পকালের মধ্যেই দেশ থেকে নিরক্ষরতার অবসান ঘটবে বলে আমাদের সুনিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে।

—এম এ রশিদ